আওয়ামিলীগ অষ্ট্রেলিয়া শাখার আহবায়ক কমিটির উদ্যোগে

সিডনীতে বিজয় দিবস উদযাপিত

বাংলাদেশের ৩৮তম বিজয় দিবসের স্মরনে গত ২০শে ডিসেম্বর রবিবার বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ অষ্ট্রেলিয়া শাখার আহবায়ক কমিটির উদ্যোগে সিডনীর লাকেম্বাস্থ পেরি পার্কের অষ্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল স্পোর্টিংক্লাব মিলনায়তনে ‘‘সৃষ্টিসুখের উল্লাসে’’ শিরোনামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক অতিথির উপস্থিতিতে শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতা, বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামি লীগের উপদেষ্টা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভি সি প্রফেসর ডঃ আবদুল খালেক। তার বক্তৃতা তিনি আওয়ামিলীগ নেতৃত্বে মহাজোট সরকারের বর্তমান ও ভবিষ্যত উন্নায়ন কর্মসুচীগুলি তুলে ধরেন, তিনি প্রবাসিদের দেশের দুত হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, ‘‘দেশের উন্নায়নে আপনাদের অবদান সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্মরন করে থাকে’’। বিশেষ অতিথি হিসাবে কথা সাহিত্যিক ও শিশু-কিশোর সংগঠক, অধ্যাপিকা রাশেদা খালেক তার সুদীর্ঘ ভাষনে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা ও যুদ্ধে নারী বীরত্বের ইতিহাস তুলে ধরেন, এছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ নারি সমাজকে জাতির উন্নায়নে জনশক্তির অংশ হিসাবে বিবেচনা করে কাজে লাগানোর কথা বলেন। বিশেষ অতিথি চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতার নির্বাচক মন্ডলির প্রধানের দায়িত্ব পালন ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করেন ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন বিজয় দিবস উদযাপন উপ-কমিটির আহবায়ক হারুনুর রশীদ, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক কলামিষ্ট অজয় দাশগুপ্ত, সদস্য সচিব শাহ আলম ও আল-নোমান শামীম। অনুষ্ঠানের মাঝ পর্যায়ে প্রধান অতিথিকে ক্রিষ্টাল গ্লাসের একটি ক্রেষ্ট উপহার দেন মোসলেউর রহমান খুশবু। অনুষ্ঠান উপস্থাপনাকারি তারিক আনজাম প্রধান অতিথির কাছে দাবি জানান আগামি নির্বাচনের আগে যেন প্রবাসিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়! অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন আঃ হাকিম ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সেলিম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহবায়ক হারুন রশীদ আজাদ। সভাপতি তার সংক্ষিপ্ত ভাষনে ৭১‘র রণাঙ্গণে তার মুক্তিযুদ্ধেয স্মৃতি তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামিলীগ ও ছাত্রলীগকে প্রতিবছর ২৩শে ফেব্রেয়ারিকে বঙ্গবন্ধু দিবস হিসাবে স্মরন করার

আহবান জানান । উল্লেখ্য জাতির জনক ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি কারাবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেলে ২৩শে ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ তৎকালিন রমনা রেসর্কোস ময়দানে আয়োজিত জনতার সমুদ্রে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভুষিত করেন ।

সঙ্গীত পর্বে অংশ গ্রহন করেন অভিজিত বড়ুয়া, সাইদ আশিক সুজন, ফাতিহা সুমনা, জান্নাত খাঁন, অনির্ধারিত শিল্পী ছিলেন সয়ং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ আবদুল খালেক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন অভিজিত বড়ুয়া ও পিয়াসা বড়ুয়া। যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন জম্মেজয় রায়, অভিজিত বড়ুয়া, সাইফ ও দিব্য। উপস্থাপনায় ছিলেন ফারজানা লিজা ও আইরিন জান্নাত শান্তা। গানের শেষে নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয় ।